উদ্ভট ড্রাম তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা

সামসুজ্জামান চৌধুরি

১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে রাতারাতি ড্রাম তত্ত্বের আমদানি ঘটে। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ও সুবিধেভোগী আমলা ও রাজনৈতিক ভন্ড ও ফায়দালোটা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নৈতিকতা ও লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে রাতারাতি জনৈক মেজরকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত কোমর বেঁধে লেগে যায়। তারা ইতিহাসের অমর সত্যকে গলা টিপে হত্যার লক্ষ্যে স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর- রাজাকারদের যোগসাজসে নতুন করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসকে নতুনভাবে লেখার উদ্যোগ নেয়। তাদের সাথে যোগ দেয় একশ্রেণীর তথাকথিত ভাড়াটে অধ্যাপক, কলাম লেখক ও বুদ্ধিজীবী। তারা সম্পূর্ণ গর্হিত পন্থায় নানা কল্প-কাহিনীর আশ্রয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে মনের মাধুরি মিশিয়ে নতুনভাবে লেখার জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালায়। এখানে ঐতিহাসিক কারণেই ১৭৫৭ সালের পলাশীর আম্রকাননের কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। ভাগীরতির তীরবর্তী পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইতিহাস ধিকৃত মীরজাফর, জগতশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখের ঘৃণ্য যড়যন্ত্রের ফলে বাংলা মায়ের মাথার সিঁদুর ও হাতের কঙ্কন ভাগীরতির জলে ভেসে যাওয়ার অব্যবহিত পরপরই বাংলা ইতিহাসে হলওয়েল নাামক এক ভূঁইফোঁড় ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে। লন্ডনের এক অখ্যাত হাসপাতালের গাইনি বিভাগের হাতুড়ে ডাক্তার হলওয়েল রাতারাতি ঐতিহাসিক সেজে রচনা করে অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী। প্রজাবৎসল ও বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রবাদ পুরুষ নবাব সিরাজের আকাশ-আড়াল করা ভাবমূর্তিকে নস্যাত করার মানসে হলওয়েল তার কল্পকাহিনীতে উল্লেখ করে যে কলকাতা দখলের পর নবাব সিরাজ প্রতিহিংসা বশে ১২৮ জন ইংরেজকে ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আটক করে । এ অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে রাতে প্রচন্ড গরম ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় ১২১ জন প্রাণ হারায়।

এ ভিত্তিহীন ও আগাগোড়া মিথ্যাকে সত্যের লেবাস পরানোর কৌশল হিসেবে কুখ্যাত হলওয়েল তার দুষ্কর্মের দোসরদের সহায়তায় নির্মাণ করে হলওয়েল মনুমেন্ট। প্রায় ১৭০ বছর ধরে সমগ্র বিশ্ববাসী ধূর্ত হলওয়েলের মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে বাংলা মায়ের নয়নের মণি সিরাজের পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রতি অকারণ দোষারোপ করত এবং ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল সিরাজকে ইতিহাসের নিষ্ঠুর নায়কই বিবেচনা করত। কিন্তু বাংলা মায়ের কিংবদন্তীর অন্যতম প্রবাদ পুরুষ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠনের পর ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজকে কল্পিত ও মিথ্যা অভিযোগের দায় থেকে চির মুক্তি দান করেন এবং তাকে প্রকৃত জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

আজ সেই ফজলুল হকও নেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করবে। এ কারণে কিছু দিন পূর্বে প্রয়াত জনৈক জ্ঞানপাপী উপাচার্য ও কোন বিশেষ রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদপুষ্ট সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নিজের জন্ম দিবস পালনের এক কল্পকাহিনী শুনিয়ে গোটা জাতিকে হাসিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি তার মিথ্যাচারের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশের পদকেও ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ৪ খলিফা হিসেবে পরিচিতদের মধ্যে থেকে একজন যিনি বর্তমান সরকারের মন্ত্রী তিনিও নাকি ২৬ মার্চ কোন এক মেজরের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে আনন্দে হিমালয় পর্বত পার হয়ে গিয়েছিলেন। যাক ইতিহাস যেমন মিথ্যাচারি হলওয়েলকে ক্ষমা করেনি, তেমনি তথাকথিত খলিফাও যে ক্ষমা করবে তা মনে হয়না।

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে ডিঙিয়ে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের যোগসাজসে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই বাংলাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল যার পরিণতিতে ৫২ সালে ভাষার জন্য বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের প্রথম বুকের উষ্ণ রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর রঞ্জিত করতে হয়েছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে ৬২ সালে , ৬৬ সালে ও ৬৯ সত্তরের গণ আন্দোলনে অসংখ্য দামাল ছেলের রক্তে বাংলার মাঠ-ঘাট রঞ্জিত হয়েছিল। ততদিনে অমানুষিক নির্যাতন ও জেল-জুলুম ভোগ এবং ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশবাসীর একক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সত্তরের সাধারণ নির্বাচন বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের একমাত্র ও অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। উক্ত নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ টি আসনের মধ্যে ২৯৮ টিতে জয় লাভ করে। তার পরের ইতিহাস বিশ্ববাসীর অজানা নয়। যাহোক শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সে ঐতিহাসিক বিজয় সমগ্র বিশ্বে মুক্তিকামী জনগোষ্ঠীর বিজয় হিসেবে বিবেচিত। কারণ কোন জাতীয় নির্বাচনে বিশ্বের কোন দল এককভাবে এহেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। এদিকে ২৫ মার্চের কালো রাতে বঙ্গবন্ধু দলীয় নেতৃবৃন্দকে কেটে পড়ার নির্দেশ দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন যা পরদিন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান বেতারের মাধ্যমে সম্প্রচার করেন। উক্ত সম্প্রচারের টেপও যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক অধ্যাপকের নিকট সংরক্ষিত আছে। এদিকে তত্ত্বের উদ্ভাবক মেজর সাহেব ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একান্ত অনুগত কর্মচারি ছিলেন এবং হানাদারদের নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের উদ্দেশ্যে সদলবলে রওয়ানা হয়েছিলেন। ষোল শহর জনতার প্রতিরোধের মুখে ও স্বীয় সহচর ক্যাপ্টেন রফিকের চাপে পড়ে ঠেকে মুক্তিবাহিনী বনেন। অথচ নিয়তির নির্মম বিধানে আজ তিনিই স্বাধীনতার ঘোষক বনতে যাচ্ছেন এবং উদ্ভট ড্রাম তত্ত্বের ধাক্কায় রীতিমত জাতীয় বীরের মর্যাদা ভূষিত হতে চাচ্ছেন। জাতিকে এ কলঙ্কের দায় থেকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে?

ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক
ডিসেম্বর ১ , ২০০৪